"শেখ হাসিনার বারতা
নারী পুরুষ সমতা"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৩৭/৩ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।

কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের ফিল্ড সুপারভাইজরদের সাথে অনলাইন জুম মিটিং সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : মো: ইকবাল হোসেন, প্রকল্প পরিচালক(অ:দা:), কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
তারিখ : ১৬ অক্টোবর ২০২৩ খ্রি:
সময় : সকাল ১১:১৫ টা
স্থান : মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের জিসিএ কনফারেন্স রুম (৮ম তলা)
উপস্থিতি : সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা (পরিশিষ্ট-'ক')

সভাপতি উপস্থিত ও অনলাইনে যুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় প্রকল্প পরিচালক সকল ফিল্ড সুপারভাইজরদের উদ্দেশ্যে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। অতঃপর প্রকল্প পরিচালকের সম্মতিক্রমে ফিল্ড সুপারভাইজরগণ পর্যায়ক্রমে রাফিয়া বাশার (খুলনা), সৈয়দ মিলন মিয়া (হবিগঞ্জ), পরেশ বিশ্বাস (মাগুরা), মোঃ রিয়াজুল ইসলাম (সিলেট), সুবর্ণা মাহযাবীন (মেহেরপুর), আবু মুসা (গাজীপুর), মোঃ ওয়ালীউল ইসলাম (ময়মনসিংহ), মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (নড়াইল), মৌমিতা বিশ্বাস (চট্টগ্রাম), নূর-এ আলম (নেত্রকোনা), মনিরুল ইসলাম (মুন্সিগঞ্জ), মোঃ গোলজার হোসেন (সিরাজগঞ্জ), মোঃ মেহেদী হাসান (কুমিল্লা), মোসাঃ আয়সা আক্তার (মাদারীপুর), মোঃ হাসানুজ্জামান (টাঙ্গাইল), সুনীল চাকমা (খাগড়াছড়ি), আপেল চাকমা (রাঙ্গামাটি), মোঃ সাইফুল ইসলাম (রংপুর) কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য, মন্তব্য ও সমস্যা তুলে ধরেন। প্রকল্প পরিচালক ফিল্ড সুপারভাইজরদের বক্তব্য শুনেন এবং প্রকল্প সম্পর্কে মতামত ও নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

১। কিশোর-কিশোরী ক্লাব মনিটরিংয়ের জন্য একটি WhatsApp গ্রুপ তৈরি করতে হবে যেখানে প্রকল্প পরিচালক ও উপ-প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প কার্যালয়ের কর্মচারীগণ এবং সকল ফিল্ড সুপারভাইজরগণ সংযুক্ত থাকবেন। ক্লাব পরিদর্শনের ২/৩টি ছবি/ভিডিও তাৎক্ষনিকভাবে গ্রুপে পোস্ট করতে হবে। ক্লাবের উপস্থিতি এবং নাস্তার ছবিসহ একটি বর্ণনা পোস্টে উল্লেখ করতে হবে।
২। পরিদর্শনকালে কিশোর-কিশোরীদের জেন্ডার বিষয়ক জ্ঞান যাচাই করতে হবে। বিশেষ করে তারা বাল্য বিবাহ, যৌতুক, মাদক ইত্যাদির কুফল ও শাস্তি সম্পর্কে জানে কিনা এবং ন্যাশনাল Hotline 109/999/333 সম্পর্কে জানে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে।
৩। ক্লাব পরিদর্শনকালে নাস্তার বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে জানতে হবে। নাস্তা যাতে পুষ্টি সমৃদ্ধ/ স্বাস্থ্যসম্মত হয় এবং একই নাস্তা যাতে বার বার না দেয়া হয় সে বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করতে হবে।
৪। প্রত্যেক উপজেলায় একটি 'কিশোর-কিশোরী ক্লাব WhatsApp' গ্রুপ তৈরি করতে হবে, যেখানে সংশ্লিষ্ট ফিল্ড সুপারভাইজরসহ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা/ প্রোগ্রাম অফিসার/ উপপরিচালক এবং উপজেলার সকল জেন্ডার প্রোমোটার ও শিক্ষকগণ যুক্ত থাকবেন (যেমনঃ শ্যামনগর উপজেলা কিশোর-কিশোরী ক্লাব)। এ WhatsApp গ্রুপের মাধ্যমে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা/ প্রোগ্রাম অফিসার/ উপপরিচালকবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট ফিল্ড সুপারভাইজর উপজেলার সকল ক্লাবের কার্যক্রম মনিটরিং করবেন।

৫। ফিল্ড সুপারভাইজরদের প্রতি মাসের ক্লাব পরিদর্শন প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে প্রকল্প অফিসের মেইলে **(kkcpmonitoring@gmail.com)** প্রেরণ করতে হবে।

৬। জেন্ডার প্রোমোটার এবং শিক্ষকদের হাজিরা প্রতি মাসের ১ তারিখে বা ১ম কর্মদিবসে উপজেলা থেকে জেলায় প্রেরণ করতে হবে এবং জেলা থেকে প্রতিমাসে ৫ তারিখের মধ্যে প্রকল্প অফিসে পাঠানো নিশ্চিত করতে হবে, যাতে প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে তাদের বেতন ছাড় করা যায়।

৭। ক্যারাটে প্রশিক্ষণ বিষয়ে কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে উপপরিচালকের মাধ্যমে প্রকল্প অফিসে অবহিত করতে হবে।

৮। প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত মালামালের তথ্য যেমনঃ ক্যারাটের পোশাক, খেলার সামগ্রী, বইপত্র, আসবাবপত্র ইত্যাদি পাওয়ার সাথে সাথে উপপরিচালকের মাধ্যমে প্রকল্প অফিসকে জানাতে হবে এবং WhatsApp গ্রুপে পোস্ট করতে হবে।

৯। ক্লাবের উদ্যোগে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করা হলে তার ছবিসহ বর্ণনা WhatsApp গ্রুপগুলোতে পোস্ট করতে হবে এবং প্রতিবেদন প্রকল্প অফিসে প্রেরণ করতে হবে।

১০। ক্লাব কার্যক্রম পরিচালনার দিনে ফিল্ড সুপারভাইজরগণ সরজমিনে এক বা একাধিক ক্লাব পরিদর্শন করবেন। এক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট ফিল্ড সুপারভাইজরদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কোন কারণে সরজমিনে ক্লাব পরিদর্শন করতে না পারলে অনলাইনে ক্লাব পরিদর্শন করতে হবে। শুক্রবার ও শনিবার ক্লাব পরিদর্শন করলে সংশ্লিষ্ট উপপরিচালকের অনুমতি নিয়ে অন্য দুই কর্মদিবসে ফিল্ড সুপারভাইজরগণ সাপ্তাহিক ছুটি ভোগ করবেন।

১১। প্রকল্প কার্যালয় কর্তৃক একটি ফেসবুক পেইজ তৈরি করা হবে যেখানে ক্লাবের সকল প্রশাংসনীয় কার্যক্রম পোস্ট করা হবে।

পরিশেষে সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

মোঃ ইকবাল হোসেন
(যুগ্মসচিব)
প্রকল্প পরিচালক
কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।